uttoron
Skills for better life

Chevron | swisscontact

Uttoron Newsletter

achievements of phase-I

- over **53,000** community members reached through the awareness campaign
- over **1,300** youth received motivational workshop
- over **1,400** youth enrolled in skills training
- over **950** graduates obtained gainful employment

Uttoron project: past and present

Uttoron – *skills for better life* is a skills development project that supports the youths by providing training on trades which are currently in demand in the industry and facilitate job placement for the training participants. It is funded by Chevron under its Bangladesh Partnership Initiative (BPI) and implemented by Swisscontact.

Phase-I of Uttoron project started in 2016 and ended in 2019. During the first phase, more than 1,400 community youths in Sylhet division were trained in seven different trades. As per the target of the project, 70% of the trainees were placed in jobs. At present, the trainees are working in major industries like Pran-RFL, Sajib Group, Matador Industries ltd., Square Denim, Meghna Group, PAB Alliance.

To continue the development momentum of the phase-I of Uttoron, Chevron extended the project for three years (2019-2022). In Sylhet division, Uttoron will be working in 25 Unions, 3 Municipalities and 1 City Corporation in Habiganj, Moulavibazar and Sylhet. In addition to Sylhet division, the project will also be working in Dhaka region in the second phase.

Uttoron phase-II (targets and trades)

Target-1: Increase the employability of 2,000 community youth in Sylhet division and Dhaka region by providing skills training on trades that has demand in the market

- Electrical Installation and Maintenance
- House-keeping
- Plumbing and Pipe Fitting
- Welding
- General Finishing Operation
- Machinist
- Refrigeration and Air Conditioning

Target-2: Facilitate the establishment of a permanent training institute in Habiganj

Target-3: Provide support in upgrading a government training institute to offer advance welding training in Bangladesh

uttoron
Skills for better life

Chevron | swisscontact

updates on activities of Uttoron phase-II

- Swisscontact partnered with two different training centers namely- **UCEP Bangladesh and Thengamara Mohila Sabuj Sangha (TMSS)** to provide skills training at Sylhet, Habiganj and Moulavibazar.
- Swisscontact also partnered with **Continuing Education Centre (CEC)** to deliver pre-training and pre-employment motivational workshops for Uttoron trainees, and Training of Trainers (ToT) for the instructors of the partner TSPs of Uttoron project.

The unique trainee selection process of Uttoron, entitled **"Boot-camp"** has three steps. The first step is a mass awareness campaign in the community, the second step is registering applicants who meet the criteria, and the third step is a motivational workshop. All those who register are invited to participate in a workshop where their qualifications are evaluated against offered training. Besides they are oriented on each trade so they can make an informed choice while selecting the trade. This rigorous selection process has helped the project to keep the drop-out rate to its lowest. The first boot camp conducted in Sylhet and Habiganj during the second phase reached out to 18,543 community people. Out of 450 applicants initially 214 participants were selected for the motivational workshop, and finally, 153 students were chosen for four different trades.

An updated curriculum is crucial for quality training that can meet industry demand. Keeping the ever-changing need of the industry in mind, **Uttoron organized a two-day curriculum development workshop** with the employers. Employers from PRAN-RFL group and Star Porceline participated in the workshop and shared their feedback on the training curriculum. The training materials were updated by incorporating industry feedback.

Rapid Market Assessment in Sylhet division was conducted to analyze the market trend and skills demand of different industries. The study surveyed 48 employers representing various industries, 18 training service providers, local government representatives and community youth. The data from RMA in Sylhet division was used to finalize the trades for training. It helped in synchronizing the aspiration of the community and demand of the industry.

Uttoron introduced a new trade General Finishing Operation for the first time in Bangladesh. Swisscontact discovered a high demand for skilled workers in quality control, packaging and line operation related tasks. Considering that demand Uttoron initiated this trade.

success story

a new beginning for Shiuli Akhtar

Shiuli Akter
Asst. Operator,
Habiganj Industrial Park (RFL)

It was not long ago when life was quite a struggle for Shiuli Akhtar- a young girl from a peasant family of Sylhet. The only source of income for her family was the piece of land her father owned, and it was often impossible for him to support even the basic needs of the nine-member family. Shiuli was second among her seven siblings. In 2014, she dropped out from high school since her family became unable to pay her tuition fees; Her family could think of only one option for her, finding a groom and arranging her marriage - a path she was not looking forward to at all. She dreamt of being self-dependent and ease the sufferings of her parents and siblings from poverty. Learning about Uttoron project and its training was a game changer for Shiuli. She decided to give it a shot and registered at the boot-camp. After she attended the motivational workshop, she was certain that she can have a bright future. The Uttoron training equipped her not only with technical skills but also boosted her confidence. Upon completion of her four-month training on electrical trade, she received a job at RFL Group in Habiganj Industrial Park with support from the training institution. She quickly got accustomed to her professional life since the extensive training of the Uttoron project prepared her well for the work environment and has been working there diligently since March 2018. She has been contributing 6,000- 7,000 taka every month in her family since she started working. “I will continue working hard on this job so I can help my family and ensure a sound future for my siblings, but I will also work so I can improve conditions of my life”. Life is no longer an aimless journey for Shiuli; she has a future to look forward to.

উত্তরণ
উন্নত জীবনের লক্ষ্যে

Chevron | swisscontact

উত্তরণ নিউজলেটার

প্রথম ধাপের সাফল্য

৫৩,০০০ এরও বেশি স্থানীয় জনগণকে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণের বিষয়ে অবহিত করা হয়

১,৩০০ এরও বেশি যুবা মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন

১,৪০০ এরও বেশি যুবাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণে ভর্তি হন

৯৫০ জনেরও বেশি যুবা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থানে নিয়োজিত আছেন

উত্তরণ প্রকল্প: অতীত এবং বর্তমান

উত্তরণ-উন্নত জীবনের লক্ষ্যে একটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প যা শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে যুবাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ পার্টনারশীপ ইনিশিয়েটিভ (বিপিআই) এর অধীনে প্রকল্পটি অর্থায়ন করছে শেভরন এবং বাস্তবায়ন করছে সুইসকন্ট্যাক্ট।

উত্তরণ প্রকল্পের প্রথম ধাপ শুরু হয় ২০১৬ সালে এবং শেষ হয় ২০১৯ সালে। প্রথম ধাপে, সিলেট বিভাগের ১,৪০০ এরও বেশি স্থানীয় যুবাদের সাতটি ভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উত্তরণ প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী, ৭০% প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে প্রাণ-আরএফএল, সজিব গ্রুপ, ম্যাটাডোর ইন্ডাস্ট্রিস লিঃ, স্কয়ার ডেনিম, মেঘনা গ্রুপ, পিএবি এলাইয়েন্স এর মতো প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলোতে উত্তরণের প্রশিক্ষণার্থীরা সফলতার সাথে কাজ করছে।

উত্তরণ প্রকল্পের সাফল্যের এ গতি অব্যহত রাখতে, শেভরন প্রকল্পটি আরও তিন বছরের জন্য (২০১৯-২০২২) সম্প্রসারণ করেছে। দ্বিতীয় ধাপে প্রকল্পটি সিলেট বিভাগের, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার সর্বমোট ২৫ টি ইউনিয়ন, ৩ টি পৌরসভা ও ১ টি সিটি কর্পোরেশনে কাজ করবে। এ ধাপে উত্তরণ প্রকল্প ঢাকা অঞ্চলেও কাজ করবে।

উত্তরণ প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ (লক্ষ্য এবং ট্রেডসমূহ)

লক্ষ্য-১: শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সিলেট বিভাগ এবং ঢাকা অঞ্চলের ২,০০০ স্থানীয় যুবাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা

- ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স
- হাউজ-কিপিং
- পাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং
- ওয়েল্ডিং
- জেনারেল ফিনিশিং অপারেশন
- মেশিনিস্ট
- রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং

লক্ষ্য-২: হবিগঞ্জে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনে সহযোগিতা করা

লক্ষ্য-৩: বাংলাদেশে উন্নত ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণের জন্য একটি সরকারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে আধুনিকায়ন করতে সহায়তা প্রদান করা

উত্তরণ
উন্নত জীবনের লক্ষ্যে

Chevron | swisscontact

উত্তরণ দ্বিতীয় ধাপের কার্যকলাপ এর অগ্রগতি

- সুইসকন্ট্যাক্ট, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দুটি পৃথক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে, যথা- **ইউসেপ বাংলাদেশ এবং ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)**।
- উত্তরণ প্রকল্পের প্রশিক্ষনার্থীদের প্রাক-প্রশিক্ষণ ও প্রাক-কর্মসংস্থান মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপ এবং পার্টনার টিএসপিদের ট্রেনিং অব ট্রেইনার (টিওটি) দেওয়ার জন্য সুইসকন্ট্যাক্ট **কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টার (সিইসি)** এর সাথে যৌথভাবে কাজ করছে।

উত্তরণ প্রকল্পের **প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের অনন্য প্রক্রিয়া- "বুট-ক্যাম্প"** এর তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে স্থানীয় জনগনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ বিষয়ে অবহিত করা হয়, দ্বিতীয় ধাপে প্রাথমিক মানদন্ডে উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের নিবন্ধন করা হয় এবং সর্বশেষ ধাপে নিবন্ধনকারীদের যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপ দেওয়া হয়। এছাড়াও তারা যেন সঠিক ট্রেড নির্বাচন করতে পারে তাই তাদের প্রিতিটি ট্রেড সম্পর্কে পূর্ন ধারণা দেওয়া হয়। উত্তরণ প্রকল্পের এই নিখুঁত নির্বাচন প্রক্রিয়াটি দক্ষতা প্রশিক্ষণ হতে প্রশিক্ষণার্থী ঝড়ে যাওয়ার হারকে কম রাখতে সহায়তা করেছে। সিলেট ও হবিগঞ্জে আয়োজিত প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের প্রথম বুট-ক্যাম্পের সংবাদ প্রায় ১৮,৫৪৩ জন স্থানীয় জনগণের কাছে পৌঁছায়। ৪৫০ জন আবেদনকারীর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ২১৪ জনকে মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং চূড়ান্ত ভাবে ১৫৩ জনকে চারটি আলাদা ট্রেডের জন্য বেছে নেওয়া হয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটাতে পারে এমন কারিকুলাম মানসম্মত প্রশিক্ষণের জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চির পরিবর্তনশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে, উত্তরণ প্রকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তাদের সাথে দুই দিন ব্যপী কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এবং স্টার পোরসালিনের নিয়োগকর্তাগণ এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন এবং ট্রেনিং কারিকুলাম নিয়ে তাদের মতামত পোষণ করেন। তাদের মতামত অনুসরণে ট্রেনিং কারিকুলামগুলোকে উন্নত করা হয়।

বিভিন্ন ট্রেডের বাজার চাহিদা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা জানার জন্য **সিলেট জেলায় র‍্যাপিড মারকেট এসেসমেন্ট (আরএমএ)** করা হয়। এ সময় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৪৮ জন নিয়োগকর্তা, ১৮ টি ট্রেনিং সেন্টার, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং স্থানীয় যুবাদের নিয়ে একটি জরিপ করা হয়। এ জরিপ থেকে যে তথ্য পাওয়া হয় তা সিলেট বিভাগে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ট্রেড নির্বাচনে সহায়তা করে। স্থানীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে এ জরিপ তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

উত্তরণ প্রকল্পের উদ্যোগে, **জেনারেল ফিনিশিং অপারেশন (জিএফও)** নামে একটি নতুন প্রশিক্ষণ প্রথমবারের মতো শুরু করা হয়। আরএমএর চলাকালীন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তাগণ অটোমেটেড প্যাকেজিং সার্ভিসে দক্ষ শ্রমিকের অভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাই, উত্তরণ প্রকল্প, প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত সাতটি ট্রেডের মধ্যে জিএফওকে অন্তর্ভুক্ত করে। দক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্য প্রকল্পটি শিল্প প্রতিষ্ঠান উপযোগী কারিকুলামও তৈরি করেছে।

সাফল্যের গল্প

শিউলি আক্তারের জন্য একটি নতুন আরম্ভ

শিউলি আক্তার
অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটর,
হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (আরএফএল)

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, যখন সিলেটের কৃষক পরিবারের মেয়ে- শিউলি আক্তারের জীবন খুব সংগ্রামের ছিল। পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল তার বাবার একখন্ড জমি যা দিয়ে বেশিরভাগ সময়ই নয় সদস্যের এই পরিবারের নূন্যতম চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হতো না। সাত ভাই-বোনদের মধ্যে শিউলি ছিল দ্বিতীয়। শিউলির পরিবার শিউলির পড়ালেখার খরচ বহন করতে না পারায়, ২০১৪ সালে শিউলিকে কলেজ ছেড়ে দিতে হয়। একজন ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দেওয়া ছাড়া শিউলির পরিবার আর কোন উপায় খুঁজে পায় না- শিউলির জন্য যা ছিল এক ভীতিকর প্রস্তাব। শিউলি স্বপ্ন, সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরিবারকে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করবে। উত্তরণ এবং এর ট্রেনিং সম্পর্কে জেনে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সে এই সুযোগটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বুট-ক্যাম্পে গিয়ে নিজের নাম নিবন্ধন করায়। মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপ করার পর, তার সামনে চলার পথ আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। উত্তরণের ট্রেনিং যে শুধু তাকে কারিগরি বিষয়ে দক্ষ করে তুলেছে তা নয়, বরং তার আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রেডে চার মাসের ট্রেনিং সফলভাবে সম্পূর্ণ করার পর, ট্রেনিং সেন্টারের সহায়তায়, শিউলি হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের আরএফএল গ্রুপে চাকরী পেয়ে যায়। শিউলি খুব দ্রুত নিজেকে একজন দক্ষ এবং পেশাদার নারী হিসেবে তুলে ধরতে লাগে, যা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে উত্তরণ প্রকল্পের বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যা তাকে পেশাদারি জীবনের জন্য প্রস্তুত করেছে। শিউলি ২০১৮ সালের মার্চ মাস থেকে আরএফএল গ্রুপে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিমাসে ৬,০০০-৭,০০০ টাকা পরিবারের খরচের জন্য পাঠাতে পেরে সে খুবই গর্বিত। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং লক্ষ্যময়। *"আমি কঠোর পরিশ্রম করে যাব যাতে আমি আমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারি এবং আমার ভাই-বোনদের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে পারি, তবে আমি আরও কাজ করব যাতে আমি আমার অবস্থার উন্নতি করতে পারি"*। শিউলি এখন অপেক্ষায় একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যা আগে শুধু কল্পনাতেই সম্ভব ছিল।